2nd Prize winner

Kaunik Nath
Class VII
Govt.H.S.School,
Karimgangj, Assam.

My Home - Energy Efficient Home

'ঘর' বলতে আমরা বুঝি — আমাদের মাথার উপর ছাদ, আমাদের আশ্রয় স্থল - যা আমাদের নিরাপত্তা এবং শান্তিতে বসবাস করা সুযোগ দেয়। এখানে নির্দিষ্ট আর্থ যের বলতে আমার নিজের ঘরকে বুঝানো হচ্ছে। যেখানে আমি জন্মেছি, বড়ো হচ্ছি। ঘরের কথা বলত শেলে স্বাভাবিক ভাবে পরিবারের কথা চলে আছে। পরিবার বলতে বুঝি - মা, বাবা, ভাই-বোন, দাদু-ঠাকুমা এঁদের নিয়েই। আমাদের পরিবার বলতে আমার মা-বাবা এবং আমি নিজে। আমি মানে করি আমাদের মা-বাবা এবিং আমি নিজে। আমি মানে করি আমাদের পরিবারটি একটি আদর্শ পরিবার।

আমি যে ঘরটিতে বাস করি, সেই ঘরটিতে মোটামোটি ভাবে আধুনিক যুগের প্রায় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। এই সুযোগ সুবিধাগুলে ভোগ করতে হলে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ শক্তি ছাড়া আধুনিক সভ্যতা একেবারে অচল। তাই বিদ্যুৎকে আধুনিক যোগের চালিকাশক্তি বলা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ ভাবে আমাদের অসম রাজ্যে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতে যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়ছে। এখন পর্যন্ত মাত্র 40 মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌছোক, এবং বাকী বিশাল এংশের মানুষ এখনও বিদ্যুৎ পরিসেবার বহিরে বয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল। তাই এধরনের পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সংযমীহতে হবে। আর অত্যন্ত দক্ষতা ও সচেতনতার সহিত প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন।
My Home – Energy Efficient Home বলতে সেই ঘরকে বোঝানো হয় যেখানে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় না করে তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি ও অর্থের সঞ্চয় করা হয়।

নিম্ন উল্লিখিত বিষয়গুলো যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করলে আসরা আমাদের ঘরকে Energy Efficient Home এ পরিণিত করতে পারব।

১। প্রথমে আমরা ঘরের বৈদ্যুতিকরণের সময় (Energy savings Recommended) জিনিষ লাগিয়ে ঘরটিকে আধুনিক ভাবে গড়ে তুলব।

২। বেশী ওয়াটের সাধারণ বাল্বের পরিবর্ত্তে আমরা কম শক্তির বাল্ব অর্থাৎ (CFL) ব্যবহার করব এতে শক্তি ও অর্থের সাশ্রয় হবে। সাধারণ পাখার পরিবর্ত্তে আমরা (Energy saver)পাখা ব্যবহার করব এতেও বিদ্যুৎ শক্তি ও অর্থের সাশ্রয় হয়। আমরা আমাদের মিটার বাক্স নিজেরাই দেখব। এতে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে সঠিক বিল আসছে কিনা তা বুঝা যায়।

৩। শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ (Air Condition Room) এ তাপমাত্রা যদি ১°C করে ও কম রাখা যায় তবে মাসে বৈদ্যুতিক বিল ১০% করে ও কম আসবে। এতে শক্তি ও অর্থের সঞ্চয় করা যায়।

৪। সাধারণ ওয়াশিং মেসিনের পরিবর্ত্তে আমরা (Energy savings) ওয়াশিং মেসিন ব্যবহার করব ও এতে বার বার কাপড় না ধুয়ে একবারে বেশী কাপড় দিয়ে ধুয়ে নিলে শক্তির সাথে সাথে অর্থের ও সাশ্রয় হয়।

৫। জল গরম করার সময় আমরা সবসময় ঢাকনাযুক্ত পাত্র কিংবা ইলেক্ট্রিক কেটলি ব্যবহার করব। এতে সময়, শক্তি ও অর্থেক ।

৬। বান্নার ক্ষেত্রেও আমরা উপযুক্ত কৌশর প্রয়োগ করতে পারি অর্থাৎ প্রেসার কুকুর ব্যবহার করব। এতে খাদ্যের মান নষ্ট হয় না। যার থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এতে সময়, শক্তি ও অর্থের সাশ্রয় হয়। শীতকালে আমরা সৌরশক্তি ব্যবহার করে ও জল গরম করতে পারি।

৭। স্নানাগারে বড়ো ছিদ্রের জলের টেপ ব্যবহার না করে কোট ছিদ্রের কল ব্যবহার করব। এতে জলের যথেচ্ছ অপচয় হবে না। স্নান করা ও বাসন সাজার সময় কল না দেড়ে বালতি ব্যবহার করতে হয়। এতে শক্তি ও অর্থের সাশ্রয় হয়।

৮। ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি বিদ্যুৎ চালিত জিনিয় সময়ের অধিক চার্জ না করে প্রয়োজন মতে। চার্জ করতে হয়। এতে শক্তি ও এর্থের দিক দিয়ে লাভবান হওয়া যায়।

৯। কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদিত ঘন্টার পর ঘন্টা গেইম খেলা বন্ধ করতে হবে। এতে শক্তি ও অর্থের ও সঞ্চয় হবে।

১০। কোথাও যখন আমরা বেড়াতে যাই তখন খুব সচেতন ভাবে সব কক্ষের বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করতে হবে। এতে অযথা বিদ্যুতের অপচয় হয় না এবং বিদ্যুতের সাথে অর্থের ও সাশ্রয় ঘটে।

১১। (Monthly Direct Debit) এই পদ্ধতিতে মাসের বিদ্যুতের বিল দিলে প্রতিমাসে তুলনামূলক ভাবে বিদ্যুতের বিল কম আসে। এতে আর্থিক ভাবে ও লাভবান হওয়া যায়।

উপরোক্ত বিষয় গুলি যথাযথ ভাবে কার্যকরী করায় আমাদের বিদ্যুতের বিল আগের তুলনা প্রতিমাসে দু-তিনশত টাকা কম আসে। আমি আমার এই অভিজ্ঞতার কথা আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় সজন এদের বলেছিলাম। তাক আমার কথায় যথেষ্ঠ প্রভাবিত হয়েছেল। আর বলেছেল যে— My Home – Energy Efficient Home এইতও প্রয়োগে যথেষ্ট যত্নবান হবেন বলে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হয়েছেন।

পরিবেশ বিদ্‌দের মতে দেশের কার্বন প্রদূষণের প্রায় (58%) আসে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে যা বিশ্ব উষ্ণায়নের এক অন্যতম কারণ বলে জানান দিয়েছে (গ্রিনপিচ)। তাই বিশ্বকে প্রদূষণ মুক্ত করতে এবং সবুজ বিশ্ব গড়ে তুলতে বিদ্যুতের যথোপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। এমনিতেই আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের যথেষ্ট অভাব। তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে সবধরনের শক্তির সদ্ব্যবহার করলে ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবন উপকৃত হয় ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গল সাধন হয়।